গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
ক্রীড়া-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

"ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি (প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা) বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২৫"

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় ক্রীড়া পরিদপ্তর দেশের তৃণমূল পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ এবং শিশু, কিশোর, কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে সুস্থ জাতি গঠনের লক্ষ্যে প্রতিবছর বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। এ লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের জেলা ক্রীড়া অফিসসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৃণমূল হতে বহু প্রতিভাবান খেলোয়াড় জাতীয় পর্যায় পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছে। জেলা ক্রীড়া অফিস সমূহের এসব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ আয়োজনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ অংশীজনের সম্পক্তৃতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি নির্দেশিকা তৈরি করা প্রয়োজন। এ নির্দেশিকা অনুযায়ী দেশের সকল জেলায় ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক প্রনীত ক্রীড়া পুঞ্জি অনুসারে বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি (বিভিন্ন ইভেন্টের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ) বাস্তবায়ন করা হবে।

১. শিরোনাম: এ নির্দেশিকার নাম হবে "ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি (প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা) বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২৫।"

২. সংজ্ঞা:

ক. এ্যাথলেটিক্স: দূর পাল্লার হাঁটা, দৌড়, লাফ-ধাপ-ঝাপ ও কোনো কিছু নিক্ষেপ করা অর্থাৎ ট্র্যাক এনফিল্ড এ নির্ধারিত খেলাধুলা কার্যক্রম।

খ. গ্রামীণ খেলা: সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসা গ্রামীণ জীবনের ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা।

গ. স্পন্সর: ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক কোনো কার্য পরিচালনায় অর্থ প্রদান বা কোন কিছু সম্পাদন, পরিকল্পনা বা পরিচালনা করা।

ঘ. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছেলে মেয়ে: এরূপ ছেলে মেয়ে যাদের শারীরিক বা মানসিক এবং অটিস্টিক বা স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে যার ফলে অন্য লোকদের মতো সহজে কাজ করা কঠিন।

ঙ. ক্রীড়া একাডেমি: ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ।

চ. প্রশিক্ষণ: শিক্ষাদান যা নিজের বা অন্যের মধ্যে জ্ঞান বিকাশ ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে তোলে।

ছ. ক্যারিয়ার প্ল্যানিং: ব্যক্তিগত সক্ষমতা ও মূল্যবোধ ও আকাঙ্খার মূল্যায়ন। এটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠার একটি প্রক্রিয়া এবং তা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ চিহ্নিতকরণ।

জ. ক্রীড়াপঞ্জি: ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত সময়াবদ্ধ বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি।

ঞ. ডাটাবেজ: অনলাইনের মাধ্যমে কম্পিউটারে উপাত্ত বা রেকর্ডসমূহ কাঠামোবদ্ধ সংগ্রহ।

৩. প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ:

বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণসমূহ আয়োজন করা হবে:

ক. ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৫) জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ে খেলোয়াড় বাছাই ও প্রশিক্ষণ।

খ. জাতীয় জুনিয়র এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা বালক ও বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৪) জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ে খেলোয়াড় বাছাই ও প্রশিক্ষণ।

গ. জাতীয় জুনিয়র সাঁতার প্রতিযোগিতা (অনূর্ধ্ব-১৪) জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ে খেলোয়াড় বাছাই ও প্রশিক্ষণ।

ঘ. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু-কিশোরদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

চলমান পাতা/০২

ঙ. জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রতিযোগিতাসমূহ: ফুটবল, ক্রিকেট, সাঁতার, এ্যাথলেটিক্স ও গ্রামীণ খেলা, ভলিবল, কাবাডি, হকি, দাবা, হ্যান্ডবল, টেবিল টেনিস ইত্যাদি।

চ. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়/ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত বিভিন্ন ইভেন্টের প্রতিযোগিতা এবং স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। এ ক্ষেত্রে দেশীয় খেলাধুলাকে প্রাধান্য দেয়া। বিশেষ করে কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাওয়া দেশীয় খেলাধুলা পুনরুজ্জীবিতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪.কমিটিসমূহ:

৪.১. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতায় মাঠ পর্যায়ে ক্রীড়া কর্মসূচি (প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা) বাস্তবায়নের জন্য ০২ (দুই) স্তর বিশিষ্ট কমিটি থাকবে:

৪.১.ক. কেন্দ্রীয় মনিটরিং কমিটি

৪.২.খ. জেলা কমিটি

৪.১.ক. কেন্দ্রীয় মনিটরিং কমিটি:

দেশব্যাপী মাঠ পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি মনিটরিং এর জন্য নিম্নরূপভাবে ০১ (এক) টি মনিটরিং কমিটি গঠিত হবে।

ক্র.নং	পদবি	অবস্থান
০১.	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সভাপতি
০২.	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (সকল অনুবিভাগ প্রধান)	সদস্য
০৩.	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা	সদস্য
০৪.	অধ্যক্ষ, সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, ঢাকা	সদস্য
০৫.	পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য সচিব

৪.১.ক. কমিটির কার্যপরিধি:

০১. বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর সংস্থাসমূহকে দিক নির্দেশনা প্রদানসহ সার্বিক তদারকির দায়িত্ব পালন।

০২. ক্রীড়া উন্নয়ন ও প্রসারের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন।

০৩. জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজিতব্য বিভিন্ন টুর্নামেন্টের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

০৪. প্রতি ছয় মাস অন্তর এক বা একাধিক সভা আয়োজন।

প্রয়োজনে কমিটিতে সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

৪.২.খ. জেলা কমিটি:

জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিম্নরূপ কমিটি গঠিত হবে:

ক্র.নং	পদবি	অবস্থান
০১.	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	সভাপতি
	মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ (পার্বত্য জেলাসমূহের জন্য)	
০২.	অধ্যক্ষ, সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
০৩.	পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি	সদস্য
০৪.	সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি	সদস্য
০৫.	উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
০৬.	জেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
০৭.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
০৮.	সাধারণ সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা	সদস্য
০৯.	জেলা ক্রীড়া অফিসার	সদস্য সচিব

৪.২.খ. কমিটির কার্যপরিধি :

০১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া একাডেমি, ক্রীড়া ক্লাব, ক্রীড়া সংগঠন ও ক্রীড়া সংগঠকসহ সংশ্লিষ্টদের সম্পৃক্ত করে বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি (প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা) বাস্তবায়ন করা।

০২.স্থানীয় প্রয়োজনীয়তার নিরিখে প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনার যাবতীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।

০৩.ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি যথাসম্ভব অনুসরণ করে প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন।

০৪. প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা মাঠ প্রস্তুত, পোশাক ও সরঞ্জাম, ডেকোরেশন, খেলোয়াড়দের যাতায়াত ও নাস্তা, প্রশিক্ষকদের যাতায়াত/ সম্মানি, সাউন্ড সিস্টেম, পুরস্কার ও সনদপত্রসহ অন্যান্য খাতের ব্যয়ের যথার্থতা নিরূপণ করা।

০৫. ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি অনুযায়ী প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণসমূহ বাস্তবায়ন শেষে কোয়ার্টারভিত্তিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

০৬. প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতাসমূহ বাস্তবায়ন শেষে প্রতিবছর (১ জুলাই-৩০জুন) বার্ষিক প্রতিবেদন পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর বরাবর প্রেরণ।

০৭. জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে স্বচ্ছতার সাথে কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান থেকে স্পন্সরশীপ গ্রহণ করা।

৫. অংশগ্রহণকারীর যোগ্যতা : জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

৬. খেলোয়াড়দের বয়স:

বিশেষভাবে উল্লেখ না হলে বালক/বালিকা যাদের বয়স প্রতিযোগিতা/প্রশিক্ষণ আয়োজনের দিন সর্বোচ্চ ১৬ বছর অর্থাৎ অনূর্ধ্ব-১৬ তারাই এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। তবে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীগণ ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত বয়সের মধ্যে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। প্রতিযোগী/প্রশিক্ষণার্থীর বয়স প্রমাণের জন্য অবশ্যই অনলাইন জন্মনিবন্ধন/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের রেজিস্ট্রেশন কার্ড/প্রবেশপত্রের ছবিযুক্ত মূলকপি বা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সিল স্বাক্ষরযুক্ত প্রত্যয়ন প্রদর্শন করতে হবে। উল্লিখিত যেকোন একটি কাগজের মূলকপি থাকা সাপেক্ষে স্থানীয়ভাবে মেডিকেল টিম গঠনের মাধ্যমেও বয়স যাচাই করা যাবে। তবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে বয়স প্রমাণের বিষয়টি প্রযোজ্য নয়।

৭. প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড় সংখ্যা :

প্রতিটি প্রতিযোগিতায় সর্বনিম্ন ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ ক্রীড়া ক্লাব বা একাডেমি অংশগ্রহণ করবে। ক্রীড়া পরিদপ্তর ও জেলা ক্রীড়া অফিসসমূহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী প্রতিটি ইভেন্টে নির্ধারিত সংখ্যক প্রতিযোগী বা প্রশিক্ষণার্থীকে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। ভিন্নতর কোন নির্দেশনা না থাকলে পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রতিটি প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণের সংখ্যা নির্ধারণ করবেন।

৮. খেলার ভেন্যু :

ক. পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তরের অনুমোদন ও কলেজ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে শারীরিক শিক্ষা কলেজ সমূহের মাঠ জেলা ক্রীড়া অফিসের এ সকল কর্মসূচির জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

খ. জেলা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল মাঠ জেলা ক্রীড়া অফিসের সকল কর্মসূচির জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

গ. সাঁতার প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার জন্য সুইমিং পুল অথবা উপযুক্ত যে কোনো পুকুর কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহার করা যাবে।

ঘ. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জেলা/উপজেলায় অবস্থিত ইনডোর জিমনেসিয়ামসমূহ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহার করা যাবে।

চলমান পাতা/০৪

৯. খেলোয়াড়দের পোশাক ও সরঞ্জাম :

প্রতিটি প্রতিযোগিতা এবং প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক জেলা কমিটি নির্ধারণ করবে। প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ক্রীড়া সামগ্রী ক্রীড়া পরিদপ্তর হতে জেলা ক্রীড়া অফিস বরাবর প্রেরিত বার্ষিক বরাদ্দ থেকে সরবরাহ করা হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট জেলার ব্রান্ডিং অনুসরণে লোগোসহ পোশাক তৈরিতে স্বচ্ছতার সাথে স্পন্সর গ্রহণ করা যাবে। খেলার ধরণ অনুযায়ী পোশাকের ভিন্নতা জেলা কমিটি নির্ধারণ করবে।

১০.খেলোয়াড়দের সুযোগ-সুবিধা:

প্রতিযোগী এবং প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য জেলা কমিটির অনুমোদনক্রমে জেলা ক্রীড়া অফিসার যাতায়াত, নাস্তা, পোশাক, পুরস্কার ও সনদপত্রের ব্যবস্থা করবেন।

১১. পরিচালক/ প্রশিক্ষক/রেফারি/আম্পায়ার ইত্যাদি নিয়োগ :

প্রতিযোগিতা এবং প্রশিক্ষণের জন্য জেলা কমিটির অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া অফিসার অপেক্ষাকৃত দক্ষ পরিচালক/প্রশিক্ষক/রেফারি/আম্পায়ার নিয়োগ প্রদান করবেন। জেলাভিত্তিক দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে পরিচালক/প্রশিক্ষক/রেফারি/আম্পায়ার প্যানেল/পুল তৈরি করা যাবে।

১২. উদ্বোধন ও সমাপনী অনুষ্ঠান:

(ক) প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা/প্রশিক্ষণের উদ্বোধন/সমাপনী অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা তাঁর প্রতিনিধি/জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ ও সম্ভব হলে বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদগণকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

(খ) তিন পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

১৩. ডকুমেন্টেশন, প্রচার ও ডাটাবেজ তৈরি:

প্রতিযোগিতা এবং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের (প্রতিযোগিতা/প্রশিক্ষণ) স্থির চিত্র ও সম্ভব হলে ভিডিও চিত্র ধারণ করে তা সংরক্ষণ করতে হবে। স্থানীয় পত্রিকায় প্রচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রতিটি প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের ডাটাবেজ তৈরি ও তা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪. ক্রীড়াপঞ্জি প্রণয়ন:

ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি (প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা) বাস্তবায়নে একটি বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয়তার নিরিখে তা সংশোধন করা যাবে।

১৫. ক্রীড়া নৈতিকতা (Ethical Standard) অনুসরণ:

ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি (প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা) বাস্তবায়নে পরিচালক/রেফারি/প্রশিক্ষক/ আম্পায়ার, আয়োজক কর্তৃপক্ষ, অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়বৃন্দ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নৈতিক মানদন্ড (Ethical Standard) বজায় রাখবেন।

১৬. বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি (প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা) বাস্তবায়ন নির্দেশিকা পর্যালোচনা:

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রতি ০৩ (তিন) বছর অন্তর বা প্রয়োজন অনুযায়ী বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি (প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা) বাস্তবায়ন নির্দেশিকা পর্যালোচনা করে সময়োপযোগী পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

১৭. এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

১৩.০৪.২০২৫

মোঃ ইকবাল হোসেন
অতিরিক্ত সচিব